আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০

(২০০০ সনের ৬ নং আইন)

[২৬ জানুয়ারী, ২০০০]

আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদানকল্পে প্রণীত আইন৷

যেহেতু আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

১৷ (১) এই আইন আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ নামে অভিহিত হইবে৷

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে৷

সংজ্ঞা

২৷ বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

[১][(ক) "আইনগত সহায়তা" অর্থ আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায় সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীকে-

(অ) কোন আদালতে দায়েরযোগ্য, দায়েরকৃত বা বিচারাধীন মামলায় আইনগত পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

(আ) Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) [২][এবং প্রচলিত অন্যান্য আইনের] বিধান অনুসারে মধ্যস্থতা বা সালিশের মাধ্যমে কোন মামলা নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী বা সালিশকারীকে সম্মানী প্রদান;

(ই) মামলার প্রাসঙ্গিক খরচ প্রদানসহ অন্য যে কোন সহায়তা প্রদান; এবং

(ঈ) উপ-ধারা (অ) হইতে (ই) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হারে আইনজীবীকে সম্মানী প্রদান;]

(খ) “আদালত” অর্থ সুপ্রীম কোর্টসহ যে কোন আদালত;

(গ) “আবেদন” বা “দরখাস্ত্ম” অর্থ আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির আবেদন বা দরখাস্ত্ম;

(ঘ) “চেয়ারম্যান” অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(ঙ) “জেলা কমিটি” অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত সংস্থার জেলা কমিটি;

(চ) “পরিচালক” অর্থ সংস্থার পরিচালক;

[৩][(চচ) ‘‘প্রবিধান’’ অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;]

(ছ) “বিচারপ্রার্থী” অর্থ কোন আদালতে দায়েরযোগ্য বা দায়েরকৃত [৪][দেওয়ানী, পারিবারিক বা ফৌজদারী মামলার] সম্ভাব্য বা প্রকৃত বাদী, বিবাদী, ফরিয়াদী বা আসামী;

[৫][(ছছ) ‘‘বিধি’’ অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ছছছ) ‘‘বিশেষ কমিটি’’ অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত সংস্থার বিশেষ কমিটি;]

(জ) “বোর্ড” অর্থ [৬][ধারা ৬]এর অধীন গঠিত জাতীয় পরিচালনা বোর্ড;

[৭][(জজ) ‘‘লিগ্যাল এইড অফিসার’’ অর্থ ধারা ২১ক এর অধীন নিয়োগকৃত লিগ্যাল এইড অফিসার;]

[৮][(ঝ) ‘‘সদস্য’’ অর্থ বোর্ড বা, ক্ষেত্রমত, সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, বিশেষ কমিটি, উপজেলা কমিটি বা ইউনিয়ন কমিটির কোন সদস্য;]

[৯][(ঝঝ) ‘‘সুপ্রীম কোর্ট কমিটি’’ অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত সংস্থার সুপ্রীম কোর্ট কমিটি;]

(ঞ) “সংস্থা” অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা৷

জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থা প্রতিষ্ঠা

৩৷ (১) এই আইন বলবত্ হইবার পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করিবে৷

(২) সংস্থা একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও হস্ত্মান্ত্মর করার তগমতা থাকিবে এবং উহার নামে উহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা উহার বিরম্নদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে৷

সংস্থার প্রধান কার্যালয়

৪৷ সংস্থার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং ইহা প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, যে কোন স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে৷

সংস্থার পরিচালনা

৫। (১) সংস্থার পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সংস্থা যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) সংস্থা উহার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নীতি অনুসরণ করিবে।

জাতীয় পরিচালনা বোর্ড

[১০][৬। (১) জাতীয় পরিচালনা বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন সংসদ-সদস্য, যাহাদের মধ্যে একজন সরকার দলীয় এবং অন্যজন বিরোধী দলীয় হইবেন;

(গ) বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল;

(ঘ) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;

(ঙ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

(চ) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়;

(ছ) মহা-পুলিশ পরিদর্শক;

[১১][(ছছ) রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট;]

(জ) মহা-কারা পরিদর্শক;

(ঝ) ভাইস-চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল;

(ঞ) সভাপতি, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতি;

(ট) চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা;

(ঠ) প্রত্যেকটি জেলায় কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ প্রতিষ্ঠিত আইন ও মানবাধিকার সম্পর্কিত বেসরকারী সংস্থা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত তিনজন প্রতিনিধি;

(ড) প্রত্যেকটি জেলায় কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ প্রতিষ্ঠিত নারী সংস্থা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত তিনজন প্রতিনিধি;

(ঢ) পরিচালক, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।]

(২) [১২][উপ-ধারা ১(ঠ) এবং (ড)] এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে দুই বতসরের মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই কোন কারণ না দর্শাইয়া উক্তরূপ কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে:

আরো শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোন সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাতগরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন৷

সংস্থার দায়িত্ব ও কার্যাবলী

৭৷ সংস্থার দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণের আইনগত সহায়তা পাওয়ার যোগ্যতা নিরূপণ ও উহা প্রদান সম্পর্কিত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা;

[১৩][(খ) আইনগত সহায়তা প্রদান কর্মসূচির বিস্তার, মানোন্নয়ন ও বিকাশে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা;]

(গ) আইনগত সহায়তা প্রদানের লতেগ্য শিতগা ও গবেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করা;

[১৪][(গগ) আইনগত সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকল্পে সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(গগগ) আইনগত সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকল্পে সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, বিশেষ কমিটি, উপজেলা কমিটি বা ইউনিয়ন কমিটির সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;]

(ঘ) আইনগত সহায়তা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লতেগ্য রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ও অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করা;

[১৫][(ঙ) জেলা কমিটি বা বিশেষ কমিটি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত আবেদন বা দরখাস্ত বিবেচনা করা;

(চ) সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি এবং বিশেষ কমিটির কার্যাবলী তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ এবং উহাদের কার্যাবলী সরেজমিনে পরিদর্শন করা;

(ছ) আইনগত অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করিবার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যথা:—

(অ) আইনগত শিক্ষা বিস্তারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(আ) আইনগত তথ্য সহজলভ্য করা;

(ই) আইনগত মৌলিক ধারণালব্ধ জনগোষ্ঠীর হার বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(ঈ) ন্যায় বিচারে সহজ অভিগম্যতা নিশ্চিত করা;

(উ) সভা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজনসহ আইনগত সহায়তার তথ্য সম্বলিত বুকলেট, পুস্তিকা, ইত্যাদি প্রকাশ করা।]

(জ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন কাজ করা।

বোর্ডের সভা

৮। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেতেগ, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি তিন মাসে বোর্ডের কমপতেগ একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে ততকর্তৃক নির্দেশিত কোন সদস্য বা এইরূপ কোন নির্দেশ না থাকিলে সভায় উপস্থিত সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত অন্য কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যুন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মূলতবী সভার তেগত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) বোর্ডের প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার তেগত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের তগমতা থাকিবে।

(৬) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রম্্নটি থাকার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং ততসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

সুপ্রীম কোর্ট কমিটি

[১৬][৮ক। (১) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে সুপ্রীম কোর্ট কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে এবং উহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা: —

(ক) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারপতি, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্পাদক এবং উক্ত সমিতি কর্তৃক মনোনীত সমিতির অন্য একজন সদস্য;

(গ) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টে আইন পেশায় নিয়োজিত মানবাধিকার ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী দুইজন আইনজীবী, যাহাদের মধ্যে একজন মহিলা থাকিবেন;

(ঘ) বোর্ড কর্তৃক মনোনীত জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত আইন ও মানবাধিকার ইস্যুতে কার্যক্রম পরিচালনাকারী বেসরকারি সংস্থার দুইজন প্রতিনিধি;

(ঙ) বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল কর্তৃক মনোনীত একজন অন্যূন ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল;

(চ) বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সংস্থার অন্যূন উপ-পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ছ) অ্যাটর্নি-জেনারেল এর সহিত পরামর্শক্রমে কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন সহকারী অ্যাটর্নি-জেনারেল, যিনি ইহার সাচিবিক দায়িত্বও পালন করবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এবং (ঘ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে দুই বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

সুপ্রীম কোর্ট কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী

৮খ। (১) সুপ্রীম কোর্ট কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) সংস্থা কর্তৃক নিরূপিত যোগ্যতা ও প্রণীত নীতিমালা অনুসারে আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণের আবেদন বা দরখাস্ত বিবেচনাক্রমে আইনগত সহায়তা প্রদান করা;

(খ) মঞ্জুরকৃত আবেদন বা দরখাস্তের ক্ষেত্রে আবেদনকারী বা দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত আইনগত সহায়তার ধরণ ও শর্ত নির্ধারণ করা;

(গ) সুপ্রীম কোর্টে আইনগত সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করা;

(ঘ) সুপ্রীম কোর্টে আইনগত সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঙ) বোর্ড কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা;

(চ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন কাজ করা।

(২) সুপ্রীম কোর্ট কমিটি কর্তৃক পরিচালিত আইনগত সহায়তা কর্মসূচির সামগ্রিক দায়িত্ব কমিটির চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(৩) সুপ্রীম কোর্ট কমিটির পক্ষে কমিটির চেয়ারম্যান প্রয়োজনে কমিটির সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং কোন ক্ষেত্রে এইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে উহা কমিটির পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

সুপ্রীম কোর্ট কমিটির সভা

৮গ। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, সুপ্রীম কোর্ট কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) সুপ্রীম কোর্ট কমিটির সভা উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি দুইমাস অন্তর অন্তর কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সুপ্রীম কোর্ট কমিটির চেয়ারম্যান উক্ত কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) সুপ্রীম কোর্ট কমিটির সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মূলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদের শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে কমিটির কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।]

জেলা কমিটি

৯। (১) প্রত্যেক জেলায় সংস্থার একটি জেলা কমিটি থাকিবে এবং উহা উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেতেগ নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) জেলা ও দায়রা জজ, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

[১৭][(কক) চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যূন অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;]

[১৮][(খ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা ততকর্তৃক মনোনীত অন্যুন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;]

[১৯][(গ) জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট বা ততকর্তৃক মনোনীত অন্যুন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট পদমর্যদার একজন কর্মকর্তা;]

[২০][(গগ) সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জন বা তৎকর্তৃক মনোনীত একজন ডেপুটি সিভিল সার্জন;]

(ঘ) জেলার জেল সুপারিনটেনডেন্ট;

(ঙ) জেলা সমাজকল্যাণ বিষয়ক কর্মকর্তা, যদি থাকে;

[২১][(চ) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, যদি থাকে;

(চচ) জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, যদি থাকে;

(চচচ) জেলা তথ্য কর্মকর্তা;]

(ছ) জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা কমিটির চেয়ারম্যান বা ততকর্তৃক মনোনীত কমিটির একজন প্রতিনিধি;

[২২][(ছছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলার পৌরসভার একজন মেয়র, একজন উপজেলা চেয়ারম্যান এবং একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি;]

(জ) জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি;

(ঝ) জেলার সরকারী উকিল;

(ঞ) জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর;

[২৩][(ঞঞ) মহানগর দায়রা আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর;]

(ট) জেলার বেসরকারী কারাগার পরিদর্শক, যদি থাকে, তাহাদের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন বেসরকারী কারাগার পরিদর্শক;

[২৪][(টট) পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত উক্ত জেলা পরিষদের দুইজন সদস্য, যাহাদের মধ্যে একজন মহিলা থাকিবেন;]

(ঠ) জেলা কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত জেলার বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, যদি থাকে, এর একজন প্রতিনিধি;

[২৫][(ড) জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক;]

[২৬][(ঢ) লিগ্যাল এইড অফিসার, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।]

(২) যেইসব জেলায় মেট্রোপলিটন শহর রহিয়াছে সেইসব জেলার জেলা কমিটিতে [২৭][মহানগর দায়রা জজ,] চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারও সদস্য থাকিবেন৷

[২৮][(২ক) যদি কোন জেলায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল থাকে, তাহা হইলে উক্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারক ও বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর জেলা কমিটির সদস্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন জেলায় একাধিক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল থাকিলে উক্ত ট্রাইব্যুনালসমূহে কর্মরত বিচারকগণের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ এবং নিয়োগপ্রাপ্ত বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটরগণের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, সদস্য হইবেন৷]

[২৯][(২খ) যে সকল জেলায় সিটি কর্পোরেশন রহিয়াছে সেই সকল জেলায় জেলা কমিটিতে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র কর্তৃক মনোনীত দুইজন কাউন্সিলর, যাহাদের মধ্যে একজন মহিলা থাকিবেন।]

[৩০][(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (ছ), (ট) ও (ঠ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ এবং দফা (ছছ) এর অধীন মনোনীত গণ্যমান্য ব্যক্তি তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে দুই বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দর্শাইয়া উক্তরূপ কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেঃ

আরো শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোন সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।]

জেলা কমিটির দায়িত্ব ও

১০৷ [৩১][(১)] জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

কার্যাবলী

(ক) সংস্থা কর্তৃক নিরূপিত যোগ্যতা ও প্রণীত নীতিমালা অনুসারে আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণের আবেদন বা দরখাস্ত্ম বিবেচনাক্রমে যতদূর সম্ভব আইনগত সহায়তা প্রদান করা;

(খ) মঞ্জুরকৃত আবেদন বা দরখাস্ত্মের তেগত্রে, আবেদনকারী বা দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত আইনগত সহায়তার ধরন ও শর্ত নির্ধারণ করা;

(গ) জেলা পর্যায়ে আইনগত সহায়তা কর্মসূচী বাস্ত্মবায়নের লতেগ্য পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করা;

(ঘ) আইনগত সহায়তা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

[৩২][(ঘঘ) উপজেলা এবং ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক প্রেরিত দরখাস্ত্ম বা সুপারিশ বিবেচনাক্রমে আইনগত সহায়তা প্রদান করা;]

(ঙ) বোর্ড কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা;

(চ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন কাজ করা৷

[৩৩][(২) জেলা কমিটির পক্ষে কমিটির চেয়ারম্যান প্রয়োজনে কমিটির সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং কোন ক্ষেত্রে এইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে উহা কমিটির পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।]

জেলা কমিটির সভা

১১৷ (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেতেগ, জেলা কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে৷

(২) জেলা কমিটির সভা উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিমাসে জেলা কমিটির কমপতেগ একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে৷

(৩) জেলা কমিটির চেয়ারম্যান উক্ত কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন৷

(৪) জেলা কমিটির সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবী সভার তেগত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না৷

(৫) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদের শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে কমিটির কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং ততসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না৷

উপজেলা কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি

ইত্যাদি

১২। (১) সংস্থা, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রতিটি উপজেলায় সংস্থার উপজেলা কমিটি এবং প্রতিটি ইউনিয়নে সংস্থার ইউনিয়ন কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রত্যেক উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটি একজন চেয়ারম্যান ও চৌদ্দজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং চেয়ারম্যান ও সদস্যদের যোগ্যতা, অপসরাণ, পদত্যাগ ইত্যাদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত সংস্থার উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটির দায়িত্ব, কার্যাবলী এবং সভার কার্য পদ্ধতি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

বিশেষ কমিটি

[৩৪][১২ক। (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংস্থা, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, শ্রম আদালত ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন আদালতের চৌকির জন্য পৃথক পৃথকভাবে এক বা একাধিক বিশেষ কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) একজন চেয়ারম্যান ও চৌদ্দজন সদস্য সমন্বয়ে বিশেষ কমিটি গঠিত হইবে এবং চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মনোনয়ন, মনোনয়নের যোগ্যতা, অপসারণ, পদত্যাগ ইত্যাদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) বিশেষ কমিটির দায়িত্ব, কার্যাবলী এবং সভার কার্য পদ্ধতি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।]

বোর্ডের তহবিল

১৩। (১) বোর্ডের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) স্থানীয় কর্তৃপতগ, অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) কোন বিদেশী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) বোর্ড কর্তৃক অন্য যে কোন উতস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) এই তহবিলের অর্থ বোর্ডের নামে ততকর্তৃক অনুমোদিত কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে।

[৩৫][(৩) বোর্ডের সদস্য, সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ এবং সদস্য-সচিব এর যৌথ স্বাক্ষরে এই তহবিলের অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।]

(৪) এই তহবিল হইতে, প্রয়োজন অনুসারে, জেলা কমিটিকে অর্থ বরাদ্দ করা হইবে।

(৫) এই তহবিল হইতে, বোর্ডের প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে৷

(৬) বোর্ড উহার তহবিল সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে৷

সুপ্রীম কোর্ট কমিটির তহবিল

[৩৬][১৩ক। (১) সুপ্রীম কোর্ট কমিটির একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে বোর্ড কর্তৃর্ক বরাদ্দকৃত অর্থ, কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান এবং অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে।

(২) সুপ্রীম কোর্ট কমিটির তহবিলের অর্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কোন শাখায় জমা রাখা হইবে এবং সুপ্রীম কোর্ট কমিটির সদস্য-সচিব ও কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত অপর একজন সদস্যের যৌথ স্বাক্ষরে এই তহবিলের অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।

(৩) এই তহবিল হইতে মঞ্জুরীকৃত আবেদন বা দরখাস্ত অনুযায়ী আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হইবে এবং সুপ্রীম কোর্ট কমিটির প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।]

জেলা কমিটির তহবিল

১৪৷ (১) প্রতিটি জেলা কমিটির একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে বোর্ড কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান এবং অন্য কোন উতস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে৷

(২) জেলা কমিটির তহবিলের অর্থ জেলাস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কোন শাখায় জমা রাখা হইবে এবং জেলা কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য-সচিব এর যৌথ স্বাতগরে এই তহবিলের অর্থ উত্তোলন করা যাইবে৷

(৩) এই তহবিল হইতে মঞ্জুরীকৃত আবেদন বা দরখাস্ত্ম অনুযায়ী আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হইবে এবং জেলা কমিটির প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে৷

বিশেষ কমিটির তহবিল

[৩৭][১৪ক। (১) প্রতিটি বিশেষ কমিটির একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে বোর্ড কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান এবং অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে।

(২) বিশেষ কমিটির তহবিলের অর্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কোন শাখায় জমা রাখা হইবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সদস্যদের যৌথ স্বাক্ষরে এই তহবিলের অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।

(৩) এই তহবিল হইতে মঞ্জুরীকৃত আবেদন বা দরখাস্ত অনুযায়ী আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হইবে এবং বিশেষ কমিটির প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।]

আইনজীবীগণের তালিকা

১৫। (১) [৩৮][সুপ্রীমকোর্ট কমিটি] এই আইনের আওতায় প্রদত্ত আইনগত সহায়তার অধীনে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টে দায়েরযোগ্য বা দায়েরকৃত মামলার পরামর্শ প্রদান ও মামলা পরিচালনার জন্য সুপ্রীমকোর্টের মামলা পরিচালনায় অন্যুন [৩৯][৫ (পাঁচ)] বতসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবীগণের মধ্য হইতে একটি তালিকা প্রণয়ন করিবে।

(২) প্রত্যেক জেলা কমিটি এই আইনের আওতায় প্রদত্ত আইনগত সহায়তার অধীনে জেলার কোন আদালতে দায়েরযোগ্য বা দায়েরকৃত মামলার পরামর্শ প্রদান ও মামলা পরিচালনার জন্য জেলা আদালতে মামলা পরিচালনায় অন্যুন ৫ (পাঁচ) বতসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবীগণের মধ্য হইতে একটি তালিকা প্রণয়ন করিবে।

[৪০][(২ক) বিশেষ কমিটি এই আইনের আওতায় প্রদত্ত আইনগত সহায়তার অধীনে শ্রম আদালত বা চৌকি আদালতে দায়েরযোগ্য বা দায়েরকৃত মামলার পরামর্শ প্রদান ও মামলা পরিচালার জন্য সংশ্লিষ্ট শ্রম আদালত বা চৌকি আদালতে মামলা পরিচালনায় অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীগণের মধ্য হইতে একটি তালিকা প্রণয়ন করিবে।]

(৩) এই ধারার অধীন প্রণীত প্রত্যেক তালিকায় অন্যুন [৪১][এক-তৃতীয়াংশ] মহিলা আইনজীবী, যদি উপযুক্ত পাওয়া যায়, রাখা হইবে।

(৪) কোন বিচারপ্রার্থীর আবেদন বা দরখাস্ত বিবেচনাক্রমে যদি কোন ক্ষেত্রে, আইনগত সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাহা হইলে [৪২][সুপ্রীম কোর্ট কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটি বা বিশেষ কমিটি] উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন আইনজীবীকে এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ নিযুক্তির ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীর পছন্দ, যতদূর সম্ভব, বিবেচনা করা হইবে।

আইনগত সহায়তার জন্য আবেদন

১৬। (১) এই আইনের অধীন আইনগত সহায়তার জন্য সকল আবেদন [৪৩][সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি বা বিশেষ কমিটির] নিকট পেশ করিতে হইবে।

(২) এই আইনের অধীন কোন আবেদন বা দরখাস্ত জেলা কমিটি [৪৪][বা বিশেষ কমিটি] কর্তৃক অগ্রাহ্য হইলে উহা মঞ্জুরীর জন্য সংতগুদ্ধ বিচারপ্রার্থী উক্তরূপ সিদ্ধান্তর তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বোর্ডের নিকট আপীল পেশ করিতে পারিবেন এবং এই ব্যাপারে বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

বাজেট

১৭। সংস্থা প্রতি বতসর সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বতসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বতসরে

সরকারের নিকট হইতে সংস্থার কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন উহার উল্লেখ থাকিবে৷

হিসাব ও অডিট

১৮৷ (১)[৪৫][বোর্ড, সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি এবং বিশেষ কমিটি] উহাদের আয়-ব্যয়ের হিসাববহি প্রচলিত আইন অনুসরণক্রমে যথাযথভাবে সংরতগণ করিবে৷

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীতগক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীতগক নামে অভিহিত, প্রতি বতসর সংস্থার হিসাব নিরীতগা করিবেন এবং নিরীতগা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও সংস্থার নিকট পেশ করিবেন৷

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীতগার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীতগক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে তগমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি সংস্থার সকল রেকর্ড দলিল-দস্ত্মাবেজ নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীতগা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং যে কোন সদস্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন৷

দলিলপত্র, কাগজাদি, ইত্যাদির কপি সরবরাহ

১৯৷ আইনগত সহায়তার সাথে সংশিস্ন্নষ্ট আইনজীবী এবং বিচারপ্রার্থী বরাবরে আদালত, কোর্ট ফি ছাড়া, বিনামূল্যে মামলার সহিত সংশ্লিষ্ট কাগজাদি, দলিলপত্র, ইত্যাদির কপি সরবরাহ করিবে৷

প্রতিবেদন

২০৷ (১) সরকার সংস্থার নিকট হইতে যে কোন সময় উহার যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন এবং বিবরণী আহবান করিতে পারিবে এবং সংস্থা উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে৷

[৪৬][(২) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সময়, পদ্ধতি ও ফরমে সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি এবং বিশেষ কমিটি উহার সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্বলিত প্রতিবেদন সংস্থার নিকট প্রেরণ করিবে।]

পরিচালক

২১৷ (১) সংস্থার একজন পরিচালক থাকিবেন এবং তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন৷

(২) পরিচালক, সংস্থার সিদ্ধান্ত্ম বাস্ত্মবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন এবং বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক সংস্থার কার্য সম্পাদন করিবেন৷

(৩) সংস্থা, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে৷

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিচালক নিয়োগ না হওয়া অবধি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তা পরিচালকরূপে কাজ করিবেন৷

(৫) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ না হওয়া অবধি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় উহার বিদ্যমান কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী দ্বারা উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কার্য সম্পাদনে পরিচালককে সহায়তা প্রদান করিবে৷

লিগ্যাল এইড অফিসার নিয়োগ, দায়িত্ব, ইত্যাদি

[৪৭][২১ক। (১) সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক লিগ্যাল এইড অফিসার নিয়োগ এবং তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) লিগ্যাল এইড অফিসার আইনগত সহায়তা প্রার্থীকে আইনে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে এবং প্রচলিত আইনের অধীন কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক উহার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের আওতাধীন এলাকায় কর্মরত লিগ্যাল এইড অফিসারের নিকট বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কোন বিষয় প্রেরণ করা হইলে উহা নিষ্পত্তির ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট লিগ্যাল এইড অফিসারের থাকিবে।]

ক্ষমতা অর্পণ

২২৷ সংস্থা উহার ক্ষমতা বা দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট শর্তে উহার চেয়ারম্যানকে অর্পণ করিতে পারিবে।

বিধি প্রণয়ণের ক্ষমতা

[৪৮][২২ক। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।]

[***]

[৪৯][***]

প্রবিধান প্রণয়নের তগমতা

২৪৷ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সংস্থা, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে৷

ইংরেজীতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ

২৫৷ এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে, যাহা এই আইনের অনুমোদিত ইংরেজী পাঠ (Authentic English Text) নামে অভিহিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন ও উক্ত ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই আইন প্রাধান্য পাইবে৷

রহিতকরণ ও হেফাজত

২৬৷ (১) সংস্থা প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৫ই চৈত্র, ১৪০৩ বাং মোতাবেক ১৯শে মার্চ, ১৯৯৭ ইং তারিখে এস, আর, ও নম্বর ৭৪-আইন/১৯৯৭ এর মাধ্যমে জারীকৃত রিজলিউশন, অতঃপর উক্ত রিজলিউশন বলিয়া উল্লিখিত, বাতিল হইয়া যাইবে৷

(২) উক্ত রিজলিউশন বাতিল হইবার সংগে সংগে উক্ত রিজলিউশনের অধীন-

(ক) গঠিত জাতীয় আইনগত সহায়তা কমিটি এবং জেলা কমিটিগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) বিলুপ্ত জাতীয় আইনগত সহায়তা কমিটি ও জেলা কমিটির সকল সম্পদ এবং নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ যথাক্রমে সংস্থা ও এই আইনের অধীন গঠিত জেলা কমিটির সম্পদ ও অর্থ হইবে;

(গ) বিলুপ্ত জাতীয় আইনগত সহায়তা কমিটি এবং জেলা কমিটি কর্তৃক আইনগত সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অর্থ যথাক্রমে বোর্ড বা, ক্ষেত্রমত, এই আইনের অধীন গঠিত জেলা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

---

[১] দফা (ক) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৬ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[২] "এবং প্রচলিত অন্যান্য আইনের" শব্দগুলি "এর section 89A এবং 89B এর" শব্দগুলি এবং সংখ্যাগুলির পরিবর্তে আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ২(ক) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৩] দফা (চচ) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ২(খ) ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[৪] "দেওয়ানী, পারিবারিক বা ফৌজদারী মামলার" শব্দগুলি ও কমা "দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলার" শব্দগুলির পরিবর্তে আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৬ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[৫] দফা (ছছ) ও (ছছছ) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ২(গ) ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[৬] "ধারা ৬" শব্দ ও সংখ্যা "ধারা ৭" শব্দ ও সংখ্যার পরিবর্তে আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৭ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৭] দফা (জজ) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ২(ঘ) ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[৮] দফা (ঝ) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ২(ঙ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৯] দফা (ঝঝ) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ২(চ) ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[১০] উপ-ধারা (১) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৭ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[১১] দফা (ছছ) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[১২] "উপ-ধারা ১(ঠ) এবং (ড)" শব্দগুলি, সংখ্যা এবং বন্ধনীগুলি "উপ-ধারা ১(ড) ও (ঢ)" শব্দগুলি, সংখ্যা এবং বন্ধনীগুলির পরিবর্তে আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৬ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[১৩] দফা (খ) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ৪(ক) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[১৪] দফা (গগ) ও (গগগ) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ৪(খ) ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[১৫] দফা (ঙ), (চ) ও (ছ) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ৪(গ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[১৬] ধারা ৮ক, ৮খ এবং ৮গ আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ৫ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[১৭] দফা (কক) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৭ নং আইন) এর ৪ (ক) (অ) ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[১৮] দফা (খ) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৬ নং আইন) এর ৪ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[১৯] দফা (গ) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৬ নং আইন) এর ৪ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[২০] দফা (গগ) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ৬ (ক) (অ) ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[২১] দফা (চ), (চচ) এবং (চচচ) পূর্ববর্তী দফা (চ) এর পরিবর্তে আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৬ নং আইন) এর ৪ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[২২] দফা (ছছ) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৭ নং আইন) এর ৪ (ক) (আ) ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[২৩] দফা (ঞঞ) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৬ নং আইন) এর ৪ ধারাবলে সন্নিবেশিত

[২৪] দফা (টট) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ৬ (ক) (আ) ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[২৫] দফা (ড) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ৬ (ক) (ই) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[২৬] দফা (ঢ) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ৬ (ক) (ঈ) ধারাবলে সংযোজিত।

[২৭] "মহানগর দায়রা জজ," শব্দগুলি ও কমা আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৬ নং আইন) এর ৪ ধারাবলে সন্নিবেশিত

[২৮] উপ-ধারা (২ক) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৬ নং আইন) এর ৪ ধারাবলে সন্নিবেশিত

[২৯] উপ-ধারা (২খ) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ৬ (খ) ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[৩০] উপ-ধারা (৩) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৭ নং আইন) এর ৪ (খ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৩১] উপ-ধারা (১) হিসাবে বিদ্যমান বিধান আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ৭ ধারাবলে সংখ্যায়িত।

[৩২] দফা (ঘঘ) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৬ নং আইন) এর ৫ ধারাবলে সন্নিবেশিত

[৩৩] উপ-ধারা (২) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ৭ ধারাবলে সংযোজিত।

[৩৪] ধারা ১২ক আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ৮ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[৩৫] উপ-ধারা (৩) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৭ নং আইন) এর ৫ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৩৬] ধারা ১৩ক আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ৯ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[৩৭] ধারা ১৪ক আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ১০ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[৩৮] ''সুপ্রীমকোর্ট কমিটি'' শব্দগুলি ''বোর্ড'' শব্দের পরিবর্তে আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ১১ (ক) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৩৯] "৫ (পাঁচ)" সংখ্যা, শব্দ এবং বন্ধনী "৭ (সাত)" সংখ্যা, শব্দ বন্ধনীর এবং পরিবর্তে আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৬ নং আইন) এর ৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[৪০] উপ-ধারা (২ক) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ১১ (খ) ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[৪১] ''এক-তৃতীয়াংশ'' শব্দগুলি ও চিহ্ন ''একজন'' শব্দটির পরিবর্তে আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ১১ (গ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৪২] ''সুপ্রীম কোর্ট কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটি বা বিশেষ কমিটি '' শব্দগুলি ও কমাগুলি ''বোর্ড বা, ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটি'' শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ১১ (ঘ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৪৩] ''সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি বা বিশেষ কমিটির'' শব্দগুলি ও কমা ''বোর্ড বা, ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটির'' শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ১২ (ক) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৪৪ "বা বিশেষ কমিটি" শব্দগুলি "জেলা কমিটি" শব্দগুলির পর আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ১২ (খ) ধারাবলে সন্নিবেশিত।

৪৫ "বোর্ড, সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি এবং বিশেষ কমিটি" শব্দগুলি ও কমা "বোর্ড এবং জেলা কমিটি" শব্দগুলির পরিবর্তে আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ১৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৪৬ উপ-ধারা (২) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ১৪ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৪৭ ধারা ২১ক আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ১৫ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

৪৮ ধারা ২২ক আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ১৬ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

৪৯ ধারা ২৩ আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬২ নং আইন) এর ১৭ ধারাবলে বিলুপ্ত।

Copyright © 2019, Legislative and Parliamentary Affairs Division

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs